কালের কণ্ঠ

তারিখ 24 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

বজ্রযোগিনীতে অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

মুন্সীগঞ্জের বজ্রযোগিনীতে জ্ঞানতাপস, অতীশ দীপঙ্করের নামে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটির সম্মতি দিয়ে একটি চিঠি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসক এই চিঠির অনুলিপি পেয়েছেন। বজ্রযোগিনী অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান।

গতকাল শনিবার জেলা প্রশাসক মো. সাইফুল হাসান বাদল চিঠিপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্য ইতিমধ্যেই ১০ একর জমি কেনার কাজ শুরু হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথমে চারটি হল তৈরি করা হবে। হলগুলোর নাম হবে অতীশ দীপঙ্কর হল, স্যার জগদীশ হল, হজরত শাহ জালাল (রহ.) হল ও শেখ হাসিনা হল। বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ ও মহাধ্যক্ষ ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার বিশ্ববিদ্যালয়টি নির্মাণে হাত দিয়েছে। সভ্যতার জনপদ মুন্সীগঞ্জে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার খবরে এখানে আনন্দের বন্যা বইছে।

জেলা প্রশাসক জানান, তিনি পিপিপির (পাবলিক-পার্টনারশিপ প্রজেক্ট) মাধ্যমে বজ্রযোগিনীতে আন্তর্জাতিকমানের একটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিক চিঠি দেন। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, চীন, জাপান, সিঙ্গাপুরের আগ্রহ রয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয় ছাপনে। এসব দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন এখানে এলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে জেলা প্রশাসকের ইচ্ছায় বজ্রযোগিনীতে অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন চেয়ে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ ও মহাধ্যক্ষ ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারের সভাপতি সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথেরো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আবেদন করেন। প্রধানমন্ত্রী বিশেষ বিবেচনায় এতে সম্মতি দিয়েছেন। সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগ ও অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয়টি নির্মিত হবে।

চার গুণীর নামে হবে হল

সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আনিস-উজ-জামান জানান, এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ইতিমধ্যেই জনসাধারণ সহায়তার হাত বাড়িয়েছে।

সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথেরো জানান, জমি কেনার জন্য ১০ কোটি টাকার তহবিল পাওয়া গেছে। আশা করা যাচ্ছে, জমি কেনার পর এ বছরের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ শুরু হবে।